কারক

- কারক শব্দটির অর্থ- যা ক্রিয়া সম্পাদন করে।
- কারক ব্যাকরণের শব্দতত্ত্বে আলোচিত হয়
- শব্দটি কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত হয়
- এটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ ।
- বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে।
- কারক ছয় প্রকার :
- ১. কর্তৃকারক ২. কর্ম কারক ৩. করণ কারক ৪. সম্প্রদান কারক ৫. অপাদান কারক ৬. অধিকরণ কারক
- বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয় তাদের বিভক্তি বলে।

- যেমন : ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন। বাক্যটিতে ছাদে (ছাদ+এ বিভক্তি), মা (মা+০ বিভক্তি), শিশুকে (শিশু+কে বিভক্তি), চাঁদ (চাঁদ+০ বিভক্তি) ইত্যাদি পদে বিভিন্ন বিভক্তি যুক্ত হয়েছে। বিভক্তিগুলো ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের সম্পর্ক স্থাপন করেছে।
- বিভক্তি চিহ্ন স্পষ্ট না হলে সেখানে শূন্যবিভক্তি আছে মনে করা হয়।
- বিভক্তি ২ প্রকার। যেমন : শব্দবিভক্তি বা নামবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি
- ০ শূন্য বিভক্তি (অথবা অ-বিভক্তি), এ, (য়), তে (এ), কে (রে), র, (এরা)- কয়টিই খাঁটি বাংলা শব্দবিভক্তি। এছাড়া বিভক্তি স্থানীয় কয়েকটি অব্যয় শব্দ কারক-সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য বাংলায় প্রচলিত রয়েছে। যেমন : দ্বারা, দিয়ে, হতে, থেকে ইত্যাদি।
- বাংলা শব্দবিভক্তি সাত প্রকার : প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী।
- একবচন এবং বহুবচন ভেদে বিভক্তিগুলোর আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। যেমন :

বিভক্তির আকৃতি

একবচন	বহুবচন
প্রথমা : ০, অ, এ, (য়), তে, এতে	রা, এরা, গুলি (গুলো), গণ
দ্বিতীয়া :, কে, রে (এরে), এ, য়, ত্	দিগে, দিগকে, দিগেরে, *দের
তৃতীয়া : ০, অ, এ, তে, দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক	দিগের দিয়া, দের দিয়া, দিগকে দ্বারা, দিগ
	কর্তৃক, গুলির দ্বারা, গুলিকে দিয়ে, *গুলো
	দিয়ে, গুলি কর্তৃক, *দের দিয়ে
চতুর্থী : কে , রে ,এরে (জন্য বা নিমিত্ত অর্থে)	
পঞ্চমী : এ (য়ে, য়), হইতে, *থেকে, *চেয়ে, *হতে	দিগ হইতে, দের হইতে, দিগের চেয়ে,

গুলি হইতে, গুলির চেয়ে, *দের হতে, *দের থেকে, *দের চেয়ে

ষষ্ঠী : র, এর *দিগের, দের, গুলির, গণের, গুলোর

সপ্তমী : এ, (য়), য়, তে, এতে দিগে, দিগেতে, গুলিতে, গণে, গুলির মধ্যে, গুলোতে, গুলোর মধ্যে

তৃতীয়া এবং পঞ্চমী বিভক্তি সংস্কৃত বিভক্তি । এবং বাক্যতে স্বাধীনভাবে ব্যবহার হয় ।

- তারকা চিহ্নিত বিভক্তিগুলো এবং বন্ধনীতে লিখিত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়
- বিভক্তিযোগের নিয়ম

  ক) অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে 'রা' যুক্ত হয় না; গুলি, গুলো যুক্ত হয়। যেমন : পাথরগুলো, গরুগুলি

  খ) অপ্রাণিবাচক শব্দের উত্তর 'কে' বা 'রে' বিভক্তি হয় না, শূন্যবিভক্তি হয়। যেমন : কলম দাও।

  গ) স্বরান্ত শব্দের উত্তর 'এ' বিভক্তির রূপ হয়- 'য়' বা 'য়ে'। 'এ' স্থানে 'তে' বিভক্তিও যুক্ত হতে পারে। যেমন : মা+এ=মায়ে, ঘোড়া+এ=ঘোড়ায়, পানি+তে=পানিতে।

  ঘ) অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের উত্তর প্রায়ই 'রা' স্থানে 'এরা' হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' স্থলে 'এর' যুক্ত হয়। যেমন:
- লোক+রা=লোকেরা বিদ্বান (ব্যঞ্জনান্ত)+রা=বিদ্বানেরা মানুষ+এর=মানুষের লোক+এর=লোকের
- কিন্তু অ-কারান্ত, আ-কারান্ত এবং এ-কারান্ত খাঁটি বাংলা শব্দের ষষ্ঠীর এক বচনে সাধারণ 'র' যুক্ত হয়, 'এর' যুক্ত হয় না। যেমন : বড়র, মামার, ছেলের।

  ১. কারক : বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে নামপদের যে সম্পর্ক তাকে কারক বলে। যেমন : বেগম সাহেবা প্রতিদিন ভাঁড়ার থেকে নিজ হাতে গরিবদের চাল দিতেন।

  ২. কর্তৃকারক : বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন : মেয়েরা ফুল তোলে।

৩. কর্মকারক : যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্মকারক বলে। যেমন : নাসিমা ফুল তুলছে।
৪. করণ কারক : ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলে। যেমন : নীরা কলম দিয়ে লেখে।
৫. সম্প্রদান কারক : যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে। ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। সৎপাত্রে কন্যা দান কর।
৬. অপাদান কারক : যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন : গাছ থেকে পাতা পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে।
৭. অধিকরণ কারক : ক্রিয়া সম্পাদনের কাল/সময় এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। যেমন : আমরা রোজ স্কুলে যাই।
৮. ভাবাধিকরণ কারক : যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তবে তাকে ভাবাধিকরণ কারক বলে। যেমন : সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।
৯. ঐকদেশিক আধারাধিকরণ : বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন : পুকুরে মাছ আছে।
১০. অভিব্যাপক আধারাধিকরণ : উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ কারক বলে। যেমন : তিলে তৈল আছে। নদীতে পানি আছে।
১১. বৈষয়িক অধিকরণ : বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে তাকে বৈষয়িক অধিকরণ কারক বলে। যেমন : রাকিব অঙ্কে কাঁচা কিন্তু ব্যাকরণে ভালো।
১২. কর্তৃকারকের মুখ্যকর্তা : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে মুখ্যকর্তা বলে। যেমন : ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

১৩. কর্তৃকারকের প্রযোজক কর্তা : মূলকর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন: শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।

১৪. কর্তৃকারকের প্রযোজ্য কর্তা : মূলকর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলে। যেমন : রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

১৫. কর্তৃকারকের ব্যতিহার কর্তা : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে এক জাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন : বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। রাজায়-রাজায় লড়াই, উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

- বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্তৃকারক বলে।
- ক্রিয়ার সঙ্গে 'কে' বা 'কারা' যোগ করে প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায় তাই কর্তৃকারক। যেমন : খোকা বই পড়ে (কে পড়ে?)। খোকা-কর্তৃকারক। মেয়েরা ফুল তোলে (কারা তোলে?)। মেয়েরা-কর্তৃকারক।
- কর্তৃকারকের প্রকারভেদ
- ক) কর্তৃকারক বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চার প্রকারের হয়ে থাকে।

১. মুখ্য কর্তা : যে নিজে নিজেই ক্রিয়া সম্পাদন করে সে মুখ্য কর্তা। যেমন : ছেলেরা ফুটবল খেলছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে।

২. প্রযোজক কর্তা : মূল কর্তা যখন অন্যকে কোনো কাজে নিয়োজিত করে তা সম্পন্ন করায় তখন তাকে প্রযোজক কর্তা বলে। যেমন : শিক্ষক ছাত্রদের ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন।

৩. প্রযোজ্য কর্তা : মূল কর্তার করণীয় কার্য যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয় তাকে প্রযোজ্য কর্তা বলা হয়। ওপরের বাক্যে 'ছাত্র' প্রযোজ্য কর্তা। তদ্রুপ- রাখাল (প্রযোজক) গরুকে (প্রযোজ্য কর্তা) ঘাস খাওয়ায়।

৪. ব্যতিহার কর্তা : কোনো বাক্যে যে দুটো কর্তা একত্রে এক জাতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করে তাদের ব্যতিহার কর্তা বলে। যেমন : বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খায়। রাজায়-রাজায় লড়াই,

উলুখাগড়ার প্রাণান্ত।

- খ) বাক্যের বাচ্য বা প্রকাশভঙ্গি অনুসারে কর্তা তিন রকম হতে পারে। যেমন :

  ১. কর্মবাচ্যের কর্তা (কর্মপদের প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : পুলিশ দ্বারা চোর ধৃত হয়েছে।

  ২. ভাববাচ্যের কর্তা (ক্রিয়ার প্রাধান্যসূচক বাক্যে) : আমার যাওয়া হবে না।

  ৩. কর্ম-কর্তৃবাচ্যের কর্তা (বাক্যে কর্মপদই কর্তৃস্থানীয়) : বাঁশি বাজে। কলমটা লেখে ভালো।

- কর্তৃকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

  ক) প্রথমা শূন্য বা অ বিভক্তি : হামিদ বই পড়ে।

  খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বশিরকে যেতে হবে।

  গ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : ফেরদৌসী কর্তৃক শাহনামা রচিত হয়েছে।

  ঘ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : আমার যাওয়া হয়নি।

  ঙ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল। বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে।

  - বাঘে-মহিষে খানা একঘাটে খাবে না।

- য়-বিভক্তি : ঘোড়ায় গাড়ি টানে।
- তে- বিভক্তি : গরুতে দুধ দেয়। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কীসে?
- যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাকে কর্মকারক বলে।
- কর্ম দুই প্রকার : মুখ্যকর্ম ও গৌণকর্ম। যেমন : বাবা আমাকে (গৌণকর্ম) একটি কলম (মুখ্যকর্ম) কিনে দিয়েছেন।
- সাধারণত মুখ্যকর্ম বস্তুবাচক ও গৌণকর্ম প্রাণিবাচক হয়ে থাকে। এছাড়াও সাধারণত কর্মকারকের গৌণকর্মে বিভক্তি যুক্ত হয় আর মুখ্যকর্মে হয় না।

- কর্মকারক **৪ প্রকার**
  - ক) সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম : নাসিমা ফুল তুলছে।
  - খ) প্রযোজক ক্রিয়ার কর্ম : **ছেলেটিকে** বিছানায় শোয়াও।
  - গ) সমধাতুজ কর্ম : খুব এক ঘুম ঘুমিয়েছি।
  - ঘ) উদ্দেশ্য ও বিধেয় : দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি পরস্পর অপেক্ষিত কর্মপদ থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং অপেক্ষিত কর্মটিকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন : দুধকে (উদ্দেশ্য কর্ম) মোরা দুগ্ধ (বিধেয় কর্ম) বলি, হলুদকে (উদ্দেশ্য কর্ম) বলি হরিদ্রা (বিধেয় কর্ম)।
- কর্মকারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার
  - ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : ডাক্তার ডাক।
    - আমাকে একখানা বই দাও। (দ্বিকর্মক ক্রিয়ার মুখ্যকর্ম)
    - রবীন্দ্রনাথ পড়লাম, নজরুল পড়লাম, এর সুরাহা খুঁজে পেলাম না।
    - (গ্রন্থ অর্থে বিশিষ্ট গ্রন্থকার প্রয়োগে)
  - খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : তাকে বল।
  - রে বিভক্তি : আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা।
  - গ) ষষ্ঠী বা র বিভক্তি : তোমার দেখা পেলাম না।
  - ঘ) সপ্তমীর এ বিভক্তি : জিজ্ঞাসিব জনে জনে। (বীপ্সায়)
- 'করণ' শব্দটির অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়। ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককেই করণ কারক বলা হয়।
- বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'কিসের দ্বারা' বা 'কী উপায়ে' প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় তাই করণ কারক। যেমন : নীরা কলম দিয়ে লেখে। এখানে উপকরণ-কলম। জগতে কীর্তিমান হয় সাধনায়। এখানে উপায়-সাধনা।

➢ করণ কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার

ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি (অকর্মক ক্রিয়া) : ছাত্ররা বল খেলে।

- ডাকাতেরা গৃহস্বামীর মাথায় লাঠি মেরেছে। (সকর্মক ক্রিয়া)

খ) তৃতীয়া বা দ্বারা বিভক্তি : লাঙ্গল দ্বারা জমি চাষ করা হয়।

- দিয়া বিভক্তি : মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জন।

ষষ্ঠী বিভক্তি : আত্মার সম্পর্কই আত্মীয়
একবার চোখের দেখা দেখবো বলে ।
যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন ।

সপ্তমী বিভক্তি বা এ বিভক্তি : ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে।
শিকারি বিড়াল গোঁফে চেনা যায়।
জাহাজে সাগর পার হওয়া যায় ।
ফুলে ফুলে ঘরে ভরেছে ।

- তে বিভক্তি মধুতে : এত শঠতা, এত যে ব্যথা /তবু যেন তা মাখা (কাজী নজরুল ইসলাম)।
- লোকটা জাতিতে বৈষ্ণব।
  জটাতে তাপস চেনা যায় ।
- য় বিভক্তি : চেষ্টায় সব হয়। এ সুতায় কাপড় হয় না। টাকার অসাধ্য সাধন হয় ।

খেলার উপকরণ বুঝালে হবে করণ কারক । যেমন : ছেলেরা বল খেলে । কিন্তু উপকরণ না বুঝালে সরসরি খেলার নাম বুঝালে তা হলে কর্ম । যেমন ছেলেরা ক্রিকেট খেলে ।

তবে যে সকল খেলার নাম ও উপকরণের নাম একই সেসব ক্ষেত্রে কারক হবে কর্ম । যেমন : বাস্কেটবল,ফুটবল ,দড়ি খেলা ।

- যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তাকে (সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী) সম্প্রদান কারক বলে। বস্তু নয়-ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক।
- (অনেক বৈয়াকরণ বাংলা ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক স্বীকার করেন না, কারণ, কর্মকারক দ্বারাই সম্প্রদান কারকের কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়। সম্প্রদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহার:

ক) চতুর্থী বা কে বিভক্তি : ভিখারিকে ভিক্ষা দাও। গরিবকে কাপড় দাও ।

স্বত্বত্যাগ করে না দিলে কর্মকারক হবে।

- যেমন : ধোপাকে কাপড় দাও।

খ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : সৎপাত্রে কন্যা দান কর। সমিতিতে চাঁদা দাও।

গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে ।

পলাতক দাসে দাও স্বাধীনতা ।

- অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।

আবার ,
চাকরির কারণে বাংলাদেশ গেলাম - কর্মে চতুর্থী

সমিতিকে চাঁদা দাও - সম্প্রদানে ৭মী (গরীবকে দান করার জন্য সমিতি তৈরি)
সন্ত্রাসীকে চাঁদা দাও - কর্মে ৭মী

- বিশেষ দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য : নিমিত্তার্থে 'কে' বিভক্তি যুক্ত হলে সেখানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন :'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল।'
- যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয় তাকেই অপাদান কারক বলে। যেমন :

  বিচ্যুত : গাছ থেকে পাতা পড়ে। মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। ছাদ থেকে পানি পড়ে ।
  গৃহীত : সুক্তি থেকে মুক্তো মেলে। দুধ থেকে দই হয়।
  জাত : জমি থেকে ফসল পাই। খেজুর রসে গুড় হয়।
  বিরত : পাপে বিরত হও।
  দূরীভূত : দেশ থেকে পঙ্গপাল চলে গেছে।
  রক্ষিত : বিপদ থেকে বাঁচাও।
  আরম্ভ : সোমবার থেকে পরীক্ষা শুরু।
  ভীত : বাঘকে ভয় পায় না কে?
- অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তি ছাড়াও হইতে, হতে, থেকে, দিয়া, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়।
- অপাদান কারকে বিভিন্ন বিভক্তির প্রয়োগ

  ক) প্রথমা বা শূন্য বা অ বিভক্তি : বোঁটা-আলগা ফল গাছে থাকে না। মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠ দুপুরে পাঠশালা পলায়ন।
  খ) দ্বিতীয়া বা কে বিভক্তি : বাবাকে বড্ড ভয় পাই।
  গ) পঞ্চমী বিভক্তি : চাল থেকে ভাত হয় । ভাত থেকে জাউ হয়।
  ঘ) ষষ্ঠী বা এর বিভক্তি : যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যে হয়।
  ঙ) সপ্তমী বা এ বিভক্তি : বিপদে মোরে করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা। লোকমুখে শুনেছি। তিলে তৈল হয়।
- য়-বিভক্তি : টাকায় টাকা হয়।
- বিভিন্ন অর্থে অপাদানের ব্যবহার

  ক) স্থানবাচক : তিনি চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন।

খ) দূরত্বজ্ঞাপক : ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম দুশো কিলোমিটারেরও বেশি।

গ) নিক্ষেপ : বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়েছে।

- ক্রিয়া সম্পাদনের কাল (সময়) এবং আধারকে অধিকরণ কারক বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী অর্থাৎ 'এ' 'য়' 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন : আধার (স্থান) : আমরা রোজ স্কুলে যাই। এ বাড়িতে কেউ নাই। কাল (সময়) : প্রভাতে সূর্য ওঠে।
- অধিকরণ কারক তিন প্রকার। যেমন : কালাধিকরণ, আধারাধিকরণ ও ভাবাধিকরণ
- কাল মানে হয় । সময় বুঝালে কালাধিকরণ হবে ।যেমন : প্রভাতে সূর্য উঠে ।

  সকাল ,ভোর,রাত ,সেকেন্ড , মিনিট , ঘন্টা , গ্রীষ্মকাল , শীতকাল , রোজ , আজ , কাল , গতকাল এসব বুঝালে কালাধিকরণ ।
- যদি কোনো ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য অন্য ক্রিয়ার কোনোরূপ ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তবে তাকে ভাবাধিকরণ বলে। ভাবাধিকরণে সর্বদাই সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয় বলে একে ভাবে সপ্তমী বলা হয়। যেমন : সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়। কান্নায় শোক মন্দীভূত হয়।
- আধারাধিকরণ তিন ভাগে বিভক্ত : ১. ঐকদেশিক ২. অভিব্যাপক ৩. বৈষয়িক

১. ঐকদেশিক আধারাধিকরণ কারক

- বিশাল স্থানের যে কোনো অংশে ক্রিয়া সংঘটিত হলে তাকে ঐকদেশিক আধারাধিকরণ বলে। যেমন : পুকুরে মাছ আছে (পুকুরের যে কোনো একস্থানে)। বনে বাঘ আছে। (বনের যে কোনো এক অংশে)। আকাশে চাঁদ উঠেছে। (আকাশের কোনো এক অংশে)
- সামীপ্য অর্থেও ঐকদেশিক আধারাধিকরণ হয়। যেমন : ঘাটে নৌকা বাঁধা আছে। (ঘাটের কাছে)। 'দুয়ারে দাঁড়ায়ে প্রার্থী, ভিক্ষা দেহ তারে (দুয়ারের কাছে), রাজার দুয়ারে হাতি বাঁধা।

২.

অভিব্যাপক আধারাধিকরণ কারক

➢ উদ্দিষ্ট বস্তু যদি সমগ্র আধার ব্যাপ্ত করে বিরাজমান থাকে, তবে তাকে অভিব্যাপক আধারাধিকরণ বলে। যেমন : তিলে তৈল আছে। (তিলের সারা অংশব্যাপী)। নদীতে পানি আছে। (নদীর সমস্ত অংশ ব্যাপ্ত করে) পুকুরে কাদা আছে ।

৩. বৈষয়িক আধারাধিকরণ কারক

➢ বিষয় বিশেষে বা কোনো বিশেষ গুণে কারও কোনো দক্ষতা বা ক্ষমতা থাকলে সেখানে বৈষয়িক অধারাধিকরণ হয়। যেমন : রাকিব অঙ্কে কাঁচা কিন্তু ব্যাকরণে ভালো। আমাদের সেনারা সাহসে দুর্জয়, যুদ্ধে অপরাজেয়।রকি বাংলায় কাঁচা ।

➢ অধিকরণ কারকে অন্যান্য বিভক্তি

ক) প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি : আমি ঢাকা যাব। বাবা বাড়ি নাই।
খ) তৃতীয়া বিভক্তি : খিলিপান (এর ভিতরে) দিয়ে ওষুধ খাবে।
গ) পঞ্চমী বিভক্তি : বাড়ি থেকে নদী দেখা যায়।
ঘ) সপ্তমী বা তে বিভক্তি : এ বাড়িতে কেউ নাই।

➢ অধিকরণে অনুসর্গের ব্যবহার

ঘরের মধ্যে কে রে? তোমার আসন পাতিব হাটের মাঝে।

➢ বিভিন্ন কারকে শূন্যবিভক্তি

ক) কর্তৃকারকে : রহিম বাড়ি যায়।
খ) কর্মকারকে : ডাক্তার ডাক।
গ) করণে : ঘোড়াকে চাবুক মার।
ঘ) অপাদানে : গাড়ি স্টেশন ছাড়ে।
ঙ) অধিকরণে : সারারাত বৃষ্টি হয়েছে।

➢ বিভিন্ন কারকে সপ্তমী বা এ বিভক্তি

ক) কর্তৃকারকে : লোকে বলে। পাগলে কী না বলে।
খ) কর্মকারকে : এ অধীনে দায়িত্বভার অর্পণ করুন।

গ) করণে : এ কলমে ভালো লেখা হয়।
ঘ) অপাদানে : আমি কি ডরাই সখি ভিখারি রাঘবে?
ঙ) অধিকরণে : এ দেহে প্রাণ নাই।

- ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে যে নামপদ বাক্যস্থিত অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। যেমন : মতিনের ভাই বাড়ি যাবে। এখানে 'মতিনের' সঙ্গে 'ভাই'-এর সম্পর্ক আছে কিন্তু 'যাবে' ক্রিয়ার সাথে সম্বন্ধ নাই।
- বিশেষ দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য : ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ পদের সম্বন্ধ নাই বলে সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না।
- সম্বন্ধ পদের বিভক্তি

ক) সম্বন্ধ পদে 'র' বা 'এর' বিভক্তি যুক্ত হয়ে থাকে। যথা :
আমি+র=আমার (ভাই), খালিদ+এর=খালিদের (বই)।
খ) সময়বাচক অর্থে সম্বন্ধ পদে কার> কের বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন :

- আজি+কার=আজিকার আজকের (কাগজ)
- পূর্বে+কার = পূর্বেকার
(ঘটনা) কালি+কার=কালিকার>কালকার>কালকের (ছেলে)
- কিন্তু 'কাল' শব্দের উত্তর শুধু 'এর' বিভক্তিই যুক্ত হয়। যেমন : কাল+এর=কালের। বাক্য : সে কত কালের কথা।

সম্বন্ধ পদের প্রকারভেদ

- সম্বন্ধ পদ বহু প্রকারের হতে পারে। যেমন :
- ক) অধিকার সম্বন্ধ : রাজার রাজ্য, প্রজার জমি
- খ) জন্ম-জনক সম্বন্ধ : গাছের ফল, পুকুরের মাছ
- গ) কার্যকারণ সম্বন্ধ : অগ্নির উত্তাপ, রোগের ক
- ঘ) উপাদান সম্বন্ধ : রুপার থালা, সোনার বাটি
- ঙ) গুণ সম্বন্ধ : মধুর মিষ্টতা, নিমের তিক্ততা
- চ) হেতু সম্বন্ধ : ধনের অহংকার, রূপের দেমাক
- ছ) ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : রোজার ছুটি, শরতের আকাশ
- জ) ক্রম সম্বন্ধ : পাঁচের পৃষ্ঠা, সাতের ঘর
- ঝ) অংশ সম্বন্ধ : হাতির দাঁত, মাথার চুল
- ঞ) ব্যবসায় সম্বন্ধ : পাটের গুদাম, আদার ব্যাপারী
- ট) ভগ্নাংশ সম্বন্ধ : একের তিন, সাতের পাঁচ
- ঠ) কৃতি সম্বন্ধ : নজরুলের অগ্নিবীণা, মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'
- ড) আধার- আধেয় : বাটির দুধ, শিশির ওষুধ
- ঢ) অভেদ সম্বন্ধ : জ্ঞানের আলোক, দুঃখের দহন
- ণ) উপমান-উপমেয় সম্বন্ধ : ননীর পুতুল, লোহার শরীর
- ত) বিশেষণ সম্বন্ধ : সুখের দিন, যৌবনের চাঞ্চল্য
- থ) নির্ধারণ সম্বন্ধ : সবার সেরা, সবার ছোট

- ১. কর্তৃ সম্বন্ধ : রাজার হুকুম।
- ২. কর্ম সম্বন্ধ : প্রভুর সেবা, সাধুর দর্শন
- ৩. কারক সম্বন্ধ : চোখের দেখা, হাতের লাঠি

- ৪. অপাদান সম্বন্ধ : বাঘের ভয়, বৃষ্টির পানি
- ৫. অধিকরণ সম্বন্ধ : ক্ষেতের ধান, দেশের লোক
- 'সম্বোধন' শব্দটির অর্থ **আহ্বান**। যাকে সম্বোধন বা **আহ্বান** করে কিছু বলা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন : ওহে মাঝি, আমাকে পার করো। সুমন, এখানে এসো।
- বিশেষ দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য : সম্বোধন পদ বাক্যের অংশ। কিন্তু বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না বলে সম্বোধন পদ কারক নয়।

  ১. অনেক সময় সম্বোধন পদের পূর্বে ওগো, ওরে, হে, ওগো, অয়ি প্রভৃতি অব্যয়বাচক শব্দ বসে সম্বোধনের সূচনা করে। যেমন : 'ওগো, তোরা জয়ধ্বনি কর।' 'ওরে, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।' 'অয়ি নিরমল উষা, কে তোমাকে নিরমিল?'

  ২. অনেক সময় সম্বন্ধসূচক অব্যয়টি কেবল সম্বোধন পদের কাজ করে থাকে।

  ৩. সম্বোধন পদের পরে অনেক বিস্ময়সূচক চিহ্ন স্থানে কমা (,) চিহ্নের প্রয়োগই বেশি হয়। যেমন : ওরে খোকা, যাবার সময়ে একটা কথা শুনে যাস্।
- বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে তাদের অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয় আবার কখনো 'কে' ও 'র' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন :
- বিনা : দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে)
- সনে : ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)
- দিয়ে : তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার 'কে' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)

অনুসর্গের সংখ্যা

- বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন : প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, ওপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, ভিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত, অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মতো, নিকট, অধিক, পক্ষে, দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর/ভেতর ইত্যাদি।
- এদের মধ্যে দ্বারা, দিয়া/দিয়ে, কর্তৃক হইতে/হতে, চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রভৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। কারক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

১. বিনা/বিনে : কর্তৃকারকের সঙ্গে-তুমি বিনা/বিনে আমার কে আছে?

বিনি : করণ কারকের সঙ্গে-বিনি সুতায় গাঁথা মালা।

বিহনে : উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?

২. সহ : সহগামিতা অর্থে - তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।

সহিত : সমসূত্রে অর্থে - শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।

সনে : বিরুদ্ধগামিতা অর্থে - দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

সঙ্গে : তুলনায় - মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না।

৩. অবধি : পর্যন্ত অর্থে - সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।

৪. পরে : স্বল্প বিরতি অর্থে - এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না।

পর : দীর্ঘ বিরতি অর্থে - শরতের পরে আসে বসন্ত।

৫. পানে : প্রতি, দিকে অর্থে - ঐ তো ঘর পানে ছুটেছেন। শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।

৬. মতো : ন্যায় অর্থে - বেকুবের মতো কাজ করো না।

তরে : মত অর্থে - এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম।

৭. পক্ষে : সক্ষমতা অর্থে - রাজার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

সহায় অর্থে - আসামির পক্ষে উকিল কে?

৮. মাঝে : মধ্যে অর্থে - সীমার মাঝে অসীম তুমি।

একদেশিক অর্থে - এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল।

ক্ষণকাল অর্থে - নিমেষ মাঝেই সব শেষ।

মাঝারে : ব্যাপ্তি অর্থে - আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।

৯. কাছে : নিকটে অর্থে - আমার কাছে আর কে আসবে?

কর্মকারকে 'কে' বোঝাতে -রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে।

১০. প্রতি : প্রত্যেক অর্থে - মণপ্রতি পাঁচ টাকা লাভ দেব।

দিকে বা ওপর অর্থে- নিদারুণ তিনি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।

১১. হেতু : নিমিত্ত অর্থে - কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া।

জন্যে : নিমিত্ত অর্থে - এ ধন-সম্পদ তোমার জন্যে।

সহকারে: সঙ্গে অর্থে - আগ্রহ সহকারে কহিলেন।

বশত : কারণে অর্থে - দুর্ভাব্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।

গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারক

১) দশে মিলে করি কাজ - কর্তায় ৭মী

২) রাকিবকে যেতে হবে - কর্তায় ২য়া

৩) ধোপায় কাপড় কাচে - কর্তায় ৭মী

৪) বাদল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো - কর্তায় শূন্য

৫) জল পড়ে ,পাতা নড়ে - কর্তায় ৭মী

৬) টাকায় টাকা আনে - কর্তায় ৭মী

৭) ঘরেতে ভ্রমর এলো গুণ গুণিয়ে - কর্তায় শূন্য

৮) আমার যাওয়া হয়নি - কর্তায় ষষ্ঠী

৯) টাকার লোভ ভালো নয় - কর্মে ষষ্ঠী

১০) ট্রেন অনেক আরাম দায়ক যানবাহন - কর্মে শূন্য

১১) তাহাকে কি তোমার মনে পড়ে - কর্মে ৩য়া

১২) ধানেতে তৈরি হয় চিড়ে - অপাদানে ৭মী

১৩) দিনে দিনে শুধু বাড়িতেছে দেনা - অধিকরণে ৭মী

১৪) ছবিটা তুলি রঙে আঁকা - করণে সপ্তমী

১৫) ক্রোধ থেকে জন্মে মোহ - অপাদানে ৫মী

১৬) তোমারে স্পপীনু মোর যারা কিছু আছে - সম্প্রদানে চতুর্থী

১৭) দেশের জন্য প্রাণ দিতেও রাজি আছি - সম্প্রদানে চতুর্থী

১৮) বিপদে মোরে রক্ষা করো - অপাদানে ৭মী

১৯) সরোবরে পদ্ম ফোটে - অধিকরণে সপ্তমী

২০) হে প্রাণপ্রিয় , তুমি কি শুনিতে পাও - সম্বোধনে শূন্য